টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

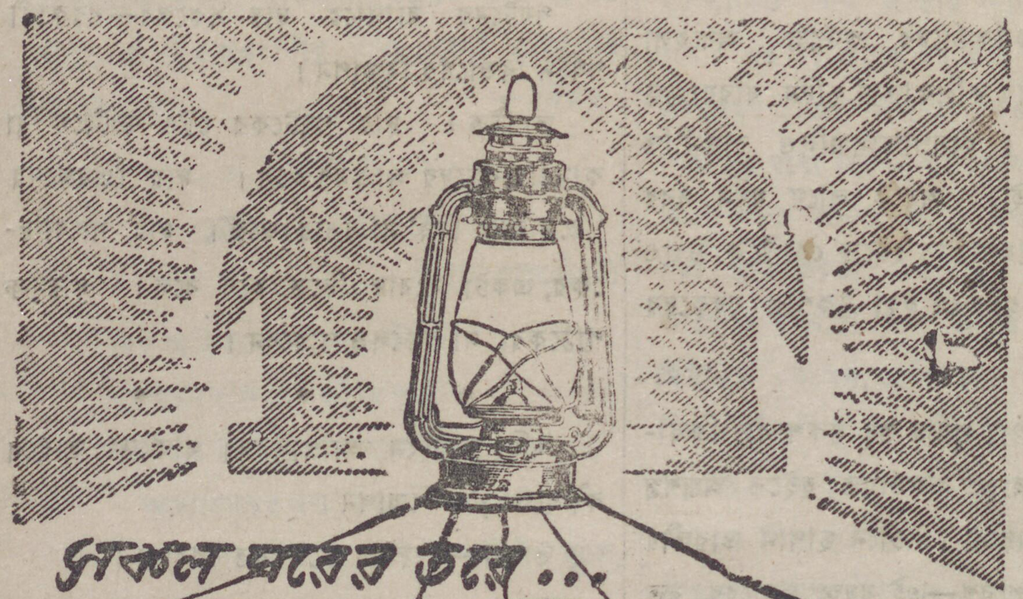

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 13th May. 1970 | ৪৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- অল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১

দেশী ও বিলাতী বাচ্চা ও বড়
মুরগী বিক্রয় হয়
নিম্নে অনুসন্ধান করুন—
রতন রায়
রঘুনাথগঞ্জ তরকারী বাজারের সন্নিকটে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

পেন্সন নাম দিল বুড়ো
শেষ করে গোলামী,
বেকুব রাখিল নাম
আক্কেল সেলামী।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ সূরজ্ অস্ত্ হো গয়া ॥

মাসাধিক কাল পূর্বে এদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হইয়াছে। কিন্তু প্রশাসন সচল হইয়াছে কি? যুক্তফ্রন্টের আমলের খুন-জখমকে সকলেই যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজিকার দিনের খুন-জখম-হাঙ্গামার চিত্র অন্যপ্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। আগে এইগুলি শরিকী ব্যাপার বলিয়া আখ্যাত হইত। এখন ত তাহা বলিবার উপায় নাই। উপায় নাই এইসব হত্যা রোধ করার। তবে একটি নূতন নামকরণ হইয়াছে। নকশালী কার্যকলাপ বলিয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার বহু চিত্র বিগত কয়েক দিনের সংবাদপত্রে দেখা যাইবে। উহা রোধ করার জন্য নূতন করিয়া পি, ডি, অ্যাক্ট চালু করার কথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবিতেছিলেন। তবে সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার নিবারক নিরোধ আইন প্রণয়ন করিবার কথা নাকি ভাবিতেছেন না। গত বৎসরের শেষ ভাগে এই আইনের মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার পি, ডি, অ্যাক্টের সংশোধন ও পুনঃ প্রবর্তনের কথা ভাবিতেছেন না, ইহা এক পরমাশ্চর্য বিষয় তবে কি প্রধান মন্ত্রী বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা (ঘরোয়া?) না করিয়া কিছু করিবেন না? আর যতদিন এই আলোচনা না হয়, ততদিন যাহা-খুশি চলুক।

এই রাজ্যের মহাদুর্গতির কথা কেন্দ্রীয় সরকার সবিশেষ জানিয়াও এইরূপ গড়িমসি করিতেছেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। আসলে কেন্দ্রীয় গদী কি বর্তমানে বিরোধী দলের হাতের মুঠায়? পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে রাজ্যের অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপকে মানিয়া লইতে হইবে? আমরা ইহার মধ্যে যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই একটা অশান্তি। বেশ কিছুদিন ধরিয়া কলেজ-স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গাবাজী, বোমা-ফাটান হইতেছে। কেহ বলেন, নকশালী ছাত্রদের কাণ্ড, কেহ বলেন, ছাত্রসংঘর্ষ ইত্যাদি। তাহার পর কলিকাতার জল সরবরাহের শোচনীয় অবস্থা। ইহাতে নাকি কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলা রহিয়াছে। তারপর কলিকাতায় দুদিন ধরিয়া দুগ্ধ সরবরাহে গণ্ডগোল। হাসপাতালগুলিও রাজনীতি হইতে বাদ যায় নাই। অবাক লাগে যখন খবর পাওয়া গেল যে, হাসপাতাল হইতে রোগীকে উধাও করা হইল। বলা হইয়াছে ইহা নকশাল যুবকদের কাণ্ডকারখানা।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শুধু নকশালী ক্রিয়া-কলাপ, তাহাদের দ্বারা বহির্ভারত হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রেনেড, বোমা আমদানী; চীনে ছাপান ভারতীয় টাকার ঢালাও অনুপ্রবেশ—এই সমস্ত প্রচারের যত মূল্যই থাক, রোধ করার কোন উপায় না হইলে তাহা চরম অযোগ্যতার পরিচায়ক হইবে। মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা আজ ত অতি-সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখানে সেখানে হাঙ্গামা-হত্যা। ঠুঁটা জগন্নাথ অবস্থায় চিঁ চিঁ করিয়া কথা উঠার যে মুল্যই তাঁহাদের কাছে থাক, আমরা তাহা জানি না। কালাপাহাড় না হইলে জগন্নাথ সচল হইতেন না। ইহাই কি সত্য?

সুখের খবর যে, ছাত্রদের হিংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড এবং নকশালপন্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। তাই শিক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা ছাত্রদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য লাগিয়া গিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাতে দেখা যাইবে সব 'ঠিক হো গয়া'। ঘর বেসামাল, আর কমবোডিয়ার জন্য আমরা নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছি। প্রহসন কাহাকে বলে?

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

একটি পত্র: শ্রীবাতুল, তোমার চাট্‌নির জন্যে তোমাকে কী বলি?

—আব্দার জানাবার ইচ্ছে হলে 'মাতুল'।

* * *

পর্যটনের ব্যাপারে দায় সকলের—সরকারী পর্যটন বিভাগের বিজ্ঞাপন।

তা ঠিক। দায় পর্যটকের ট্রেণ উল্টালে বা কামরায় বন্ধুদের আক্রমণ হলে। দায় প্রিয়জনের 'যেতে নাহি দিব' না বলার জন্যে। দায় সাংবাদিকের, একটা সংবাদ দিতে হবে বলে। দায়মুক্ত পাঠকেরা, না পড়লেও পারবেন।

* * *

'যদি অবেদনে অ্যাপাপ না থাকতো তাহলে কী হতো?'—বিজ্ঞাপন।

তাহলে—বেদনায় ভরে যেত পেয়ালা।

* * *

খবরে প্রকাশ, ২৫ এপ্রিল নব কংগ্রেসের (বিহার শাখা) প্রথম বৈঠকে নব-র সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের ভাষণের সময় মহা গোলমাল চলে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সিং যাদবের আবেদনে সভায় শান্তি আসে।

কে বেশী শক্তিমান? প্রথম জন 'এক হী রাম,' দ্বিতীয় জন 'রাম ঔর লছমন জী'। তাহাতে 'সিং'। শান্তি না এসে যায় না।

* * *

এই রাজ্যে নানা স্থানে সাম্প্রতিক খুন-হত্যা-হাঙ্গামার কথা শুনে জনৈকা পল্লীগ্রামবাসিনী বললেন—'গরমেনটো লক্সা লাগালছে'।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ৪ঠা মে সোমবার নশীপুরের হরিগঞ্জের বাগানে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবককে ছুরিকাহত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। উক্ত দিন দ্বিপ্রহরে নশীপুর-জিয়াগঞ্জের প্রধান পিচের রাস্তার উপর ঐ যুবকের একটি কাটা পা দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তির শরীর হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে এবং একটি ঝোপের মধ্যে উক্ত মৃতদেহ দেখিতে পায়। তারপর দিন গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্যে অনেক চেষ্টার পর জিয়াগঞ্জের দুইজন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। ঘটনার বিবরণ এখনও জানা যায় নাই তবে উক্ত যুবকদ্বয় আহত যুবকের একান্ত এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু। উক্ত ঘটনায় নশীপুর ও জিয়াগঞ্জবাসীর মধ্যে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

—নিজস্ব

১লা মে স্মরণে

—শ্রীপার্থ রায়চৌধুরী

ওরে অনিন্দ্যসুন্দর মানবজীবন,
পুষ্পিত হোক তব জীবন-বৃক্ষ,
শতাব্দীর নিপীড়িত মানবের তরে।
অত্যাচারের মুষল নিয়ে
আজও যারা স্পর্ধিছে পৃথিবীর বুকে,
মুটে মজুরের শোণিত মোক্ষণে
আজও যারা আনন্দ লভিছে।
মুছে যাক ওরা, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক
দীনদরিদ্র শোষিতের স্বেদাশ্রুতে,
একাকার হ'য়ে যাক শ্রেণীসংকুল
হিংসাদ্বেষাকীর্ণ বর্ত্তমান সমাজ
মানুষ মানুষকে আলিঙ্গন করুক।
সাম্য-সঙ্গীত অনুরণিত হোক হৃদয়ে হৃদয়ে।

বোমা ফাটিয়া আহত

গত ৭ই মে বৃহস্পতিবার, আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে কতিপয় যুবকেব কাছ থেকে কতগুলি হাত বোমা ফাটিয়া যায়। উহাতে উক্ত যুবকগণ আহত হইয়াছে।

মহানগরীর উৎসব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

২৫শে বৈশাখ ভোরে আমরা কয়েকজন বন্ধু শিবপুর থেকে ট্যাক্সি করে রবীন্দ্র সদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন সকাল প্রায় ৬টা রবীন্দ্র সদনের বাগানে নীল আকাশের নীচে চন্দ্রাতপতলে আসন সংগ্রহ করলাম। যত বেলা বাড়তে থাকে ততই দর্শকের ভিড়ও বাড়তে থাকে। ৭টা বাজার কিছু পূর্ব্বেই সাজ্জাত হোসেন ও সম্প্রদায়ের সানাইয়ের ধ্বনিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ, আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠে। সানাই শেষ হবার পরেই উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন মন্মথ রায়। তিনি বলেন—এই রবীন্দ্র সদন বাংলার সর্ব্বদলীয় শিল্পী-মানস আকাঙ্ক্ষিত, নির্বাচিত, স্বয়ংশাসিত এক জাতীয় নাট্যশালায় রূপান্তরিত হবে। এর পর আরম্ভ হয় কবি বন্দনা—অংশ গ্রহণে উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, বিমলভূষণ, রুমা গুহঠাকুরতা সম্প্রদায়। সমবেত সঙ্গীত—ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ, বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, রবিচক্র। আবৃত্তি—প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানটিতে প্রচুর দর্শকের ভিড় হয়েছিল। গাছের ডালে, পাঁচিলের উপরেও জায়গা ছিল না। শান্ত পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পুনর্নির্ব্বাচন যাহা আগামী ১৭/৫/৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তাহা উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে অনিবার্য কারণবশতঃ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আপাততঃ স্থগিত রহিল।

১৩/৫/৭০ শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী
প্রধানা শিক্ষিকা

বসে ছবি আঁকো

গত ১৯শে এপ্রিল, রবিবার "বহুমুখীর" উদ্যোগে স্থানীয় জিয়াগঞ্জ সিংহবাহিনী মন্দির প্রাঙ্গণে শিশুদের দ্বিতীয় বার্ষিক "বসে ছবি আঁকো" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় "ক" ও "খ" এই দুইটি বিভাগ ছিল। দুই বিভাগে প্রায় শত শিশু প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

"ক" বিভাগ

১ম—প্রদীপকুমার দাশ, ২য়—মাধব বিশ্বাস, ৩য়—অরুণ ঘোষ, ৪র্থ—শাখী ভট্টাচার্য্য।

"খ" বিভাগ

১ম—শিপ্রা বসু, ২য়—অমল চৌধুরী, ৩য়—মনোরঞ্জন খামারু, ৪র্থ আশীষ বিশ্বাস।

—সংবাদদাতা

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৯/৭০নং স্বত্ব

বাদী—হাজী নুরমহম্মদ সেখ
সাং তোফাপুর থানা ফরক্কা
বিবাদী—কালিমুদ্দিন বিশ্বাস দিং

এতদ্দ্বারা তোফাপুর গ্রামের মুসলমান জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত বাদী থানা ফরক্কা অধীন ভবানীপুর মৌজার R/S এর ১০৫২ নং খতিয়ানের ২৯ শতক মধ্যে ২০ শতক সম্পত্তি বাবত ভ্রমাত্মক রেকর্ডের বিরুদ্ধে এক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকর্দ্দমা করিয়াছে। R/S আমলে উহা ভ্রমাত্মক ভাবে কবর স্থান রূপে ভ্রমাত্মক ভাবে রেকর্ড হইয়াছে। নালিশী সম্পত্তি বাদী পক্ষের স্বত্ব দখলীয় বাগান শ্রেণীর সম্পত্তি হইতেছে। তজ্জন্য আইনের কূটতর্ক নিবারণ জন্য ও তোফাপুর গ্রামের মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে মাতব্বরগণকে পক্ষভুক্ত করিয়া মামলা করা হইয়াছে। তজ্জন্য তোফাপুর গ্রামের সর্ব্বসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৭০ সালের ২০/৫ তারিখে কারণ দর্শান জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By order,
H. K. Roy, Sheristadar,
2nd Munsif's Court, Jangipur

মুর্শিদাবাদ
ইনষ্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ)

১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (এল. এম. ই, এল. ই ও এল. সি. ই.) তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নগদ ৫০ পয়সা প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত ৩৫ পয়সার ডাক টিকিট সহ ২২৫ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ মাপের খামের সহিত ৫০ পয়সা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে দরখাস্ত ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পূরণান্তে প্রিন্সিপ্যাল, এম. আই. টি, বহরমপুর কে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রসড্ পোষ্টাল অর্ডার ১৫ই জুন, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্যই পৌছান চাই।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭০ তারিখে প্রার্থীর বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ২০ র মধ্যে হওয়া চাই। (তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা তিন বৎসর শিথিলযোগ্য)

লিখিত ভর্ত্তির পরীক্ষা/নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকার অথবা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে। উক্ত লিখিত পরীক্ষা, অনুমোদিত কোন বিদ্যায়তন হইতে স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে সেও নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রে দরখাস্ত করিতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল পাঠাইতে হইবে।

যে সকল ছাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে এ্যাপ্লায়েড্ মেকানিক সহ হায়ার সেকেণ্ডারী (কারিগরী বিভাগে) পরীক্ষায় সন্তোষজনক নম্বর পাইয়াছে বা পাইবার আশা রাখে তাহাদের জন্য ২য় বার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম শ্রেণীতে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।

॥ প্রিন্সিপ্যাল ॥

না বল্লে গুমরে মরি,
বল্লে মাথা কাটা যায়।

শ্রীমুকুলরঞ্জন রায়

বেশ কয়েক বছর আগে গাঁয়ের এক খেয়াঘাটের নৌকায় পার হচ্ছি। বড় নৌকা। তাতে চেপেছে ছাগল, গরু, ঘোড়া, মুরগী, ব্যাটা ছেলে, মেয়ে ছেলে। নদীর ফাঁড় বেশ বড়। আধঘণ্টা শুধু উজিয়ে যেতেই সময় লাগে।

যাত্রীদের মধ্যে ফ্যাকাশে চেহারার একটা লোক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে ছেঁড় ময়লা একটা জ্যাকেট, পরণে লুঙ্গি। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে ছেড়ে আসা খেয়াঘাটের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু চাহনিতে খুব ভয়ের ছাপ ছিল কিনা কেহই লক্ষ্য করিনি। নৌকা অনেকদূর উজিয়ে এসেছে, নৌকা থেকে পিছনের খেয়াঘাট আর দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ ঐ ঘোড়াওয়ালা বসে পড়ে, মাথায় হাতদিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওর আবার কি হল? সবারই দৃষ্টি ওর দিকে। মাঝি নৌকার মুখ ওপারের দিকে করে দিয়েছে। লোকটা পিছন ফিরে আর একবার দেখে নিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। সবাই জিজ্ঞেস করে, "কি হল তোমার বল না?" লোকটা কিছুই বলছেনা। একটা মেয়ে মানুষ ঘুটোর ঢাকি নিয়ে ওপারে যাচ্ছিল ঐ নৌকাতেই সে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার কি হয়্যাছে বল না জি?" ঘোড়াওয়ালা বলে, "হামার সব্বোনাশ হয়্যাছে, ফুফু।"

মেয়েটি বলে, "তুমার কি হয়্যাছে, খুল্যা কহাও। খালি ছেলে মানুষের মত কাঁইদা যেছো।"

"আমার সব টাকা কাইর‍্যা লিলে ফুফু।"

"আল্লা! কে জি?"

ঘোড়াওয়ালা বলে, "ঐ যে ঘাটে ডাঁড়িয়ে ছিলো। কহালে, "শালো যদি ইপারে কাউকে কহ তো ··" বলেই এক হাঁইস্যা দেখালে ফুফু। হামি জানের ভয়ে কাহুকে কিছু আর বুলতে পারনু না।"

সবাই ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করে, "নাম কি জি লোকটার?" "হাঁমি কি তা জানি ফুফু? ঘোড়া লিয়া যেছিল্যাম। হামাকে দেখ্যা কহালে, "এই ঘোড়াওয়ালা, ধান কিন বা?" "হাঁমি কহালাম, 'ধান আছে আপনার?" এক ধমক দিয়্যা কহালে, "শুদুই বলছি না কি ব্যাটা? দর কত দিবি বোল।" হাঁমি কহালাম, "আপনার জিনিষ আপনিই কহান্ আগে।" আর কি কহাব ফুফু? দর শুন্যাই মনে হয়্যাছিলো, অত কম দর কহাছে কেনা! মণ পিছু চার টাকার ফারাক্। হাঁমি কহালাম, পুঁজিতো হাঁমার বেশী নাই, দুমণ দেন। টাকাটা লিয়া ফুফু, কহালে, ঐ বাড়ীটার কাছে দাঁড়াও; আমি ধান বাহির করছি। ঐ যে গেল ফুফু, আর বাড়ায় না। হাঁমি দ্যাইর‍্যা থেক্যা থেক্যা ডাক দিনু, "কইজি, ধান দেন, কইজি ধান দেন। কুথে গেলেন?" আধঘণ্টা খানেক বাদে এক হাঁইস্যা হাতে এস্যা কহালে, 'শালো চিৎকার করছিস্ কেনে? পালানাতো খুন করে ফেলবো।" হাঁমি কহালাম, "ধান না দিবেন তো, হাঁমার টাকাটা ফেরত দেন হাঁমাকে?" তখন ফুফু, হাঁইস্যাটা হামার ললির কাছে এস্যা কহালে, কে তোর টাকা নিয়াছেরে শালো?"

হাঁমি জান লিয়া পালিয়া আসছি ফুফু। উ তখন হাঁমার পিছু ধরলে; আফের কহালে, "এই শালো, কাউকে যদি কহাবি তো মাথা ছেঁটে ফেলবো।" হাঁমি লক্ লক্ কর‍্যা এস্যা নৌকাতে চাপল্যাম ফুফু! আর উ হাঁইস্যা হাতে ঐ ঘাটে বস্যা গেল, কাহুকে কিছু কহাতে পারনু না ফুফু! 'আবার কাঁদতে লাগল লোকটা। মাঝি বল্লে, "সাবধান, জোরে ধাক্কা লাগবে।"

অনাবৃষ্টি

দিকেদিকে হাহাকার

বৈশাখ অতিক্রান্ত। 'বৃষ্টি বাদল ভরা সন্ধ্যাবেলা' অথবা 'ঝর ঝর মুখর বাদল দিন' এর আশা আজ স্বপ্নে লুপ্ত। কোথায় সেই মেঘের পরে মেঘ, কোথায় বা মেদুরাম্বরং ঘনকৃষ্ণ রূপ? কোথায় আজ কাল বৈশাখীর তাণ্ডব ঝড়-প্রবল বৃষ্টি। আজ বৈশাখের খর রৌদ্রে প্রায় সারা বাংলা জ্বলছে। গ্রামে, গ্রামে জলাভাব। জমিগুলো ফেটে চৌচির। অনেক গ্রামে পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। গ্রামের অনেক টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় পরে আছে। জলের অভাবে আম, লিচু শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাট, ভাদুই ধান চাষে বিলম্ব ঘটছে। সেখানে কিষাণ, হাল, গরু—সব বেকার। চালের দামও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে খেটে খাওয়া মানুষের যে কি অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উৎসব

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে তারিখে। অতুলনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ। যেমন

"গগনং গগনাকারং
সাগরং সাগরোপমঃ।"

অর্থাৎ আকাশ আকাশের মত এবং সমুদ্র সমুদ্রের মত।

আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও লাইব্রেরী সমূহে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। যেমন গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হইয়া থাকে, তেমনই রবীন্দ্র পূজার নৈবেদ্যাদি রবীন্দ্র রচনা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কৃষি ক্ষেত্রে একাই একশো

কিউবোটা যান্ত্রিক লাঙ্গল

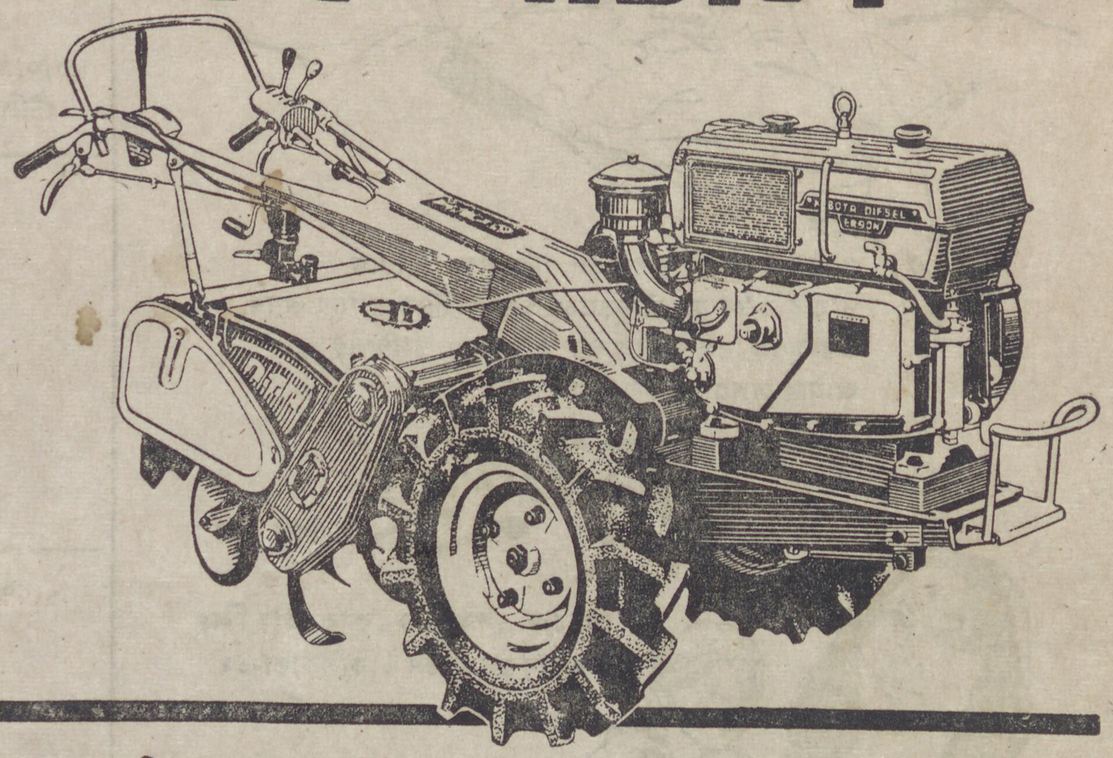

একই সঙ্গে লাঙ্গল চষা, বীজ রোপন, সার দেওয়া, ধান কাটা এবং পাম্পের কাজ করবে। চাষের ব্যাপারে কিউবোটা যান্ত্রিক লাঙ্গলের জুড়ি নেই। রাবারের চাকার ওপর বসানো এ এক অসামান্য যন্ত্র। জাপানী পদ্ধতিতে তৈরী। একই সঙ্গে জমিতে লাঙ্গল চষা, আগাছা সরানো, সার দেওয়া, জল ছড়ানো, বীজ বপন করা, শস্য কাটা—চাষ আবাদের যাবতীয় কাজ করবে। ডিজেল তেলে খুবই কম খরচে চলে, মাত্র চার ঘণ্টায় জমি চাষ করে পুরো এক একর। আর চালানোও বেশ সোজা—চট্‌পট্‌ শিখে নিতে পারবেন।

কৃষি ক্ষেত্রে একাই একশো কিউবোটা যান্ত্রিক লাঙ্গল

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় বি.ডি.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিঃ ১৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১

TCP/WBA187

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০'০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫'০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫'০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)